বৈকালী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১লা অগ্রহায়ণ
১৩৩৩

বেল্ প্রেস্

বৈকালী ১৩৩৩ সালে মুদ্রিত হয়, কিন্তু এ পর্যন্ত প্রচারিত হয় নাই। বৈকালী আখ্যায় রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক রচিত একটি গীতিগুচ্ছ ১৩৩৩ সালের প্রবাসীতে ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়। জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে সম্পাদক লিখিয়াছেন—

'রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নূতন রচনা 'বৈকালী' ইউরোপ-যাত্রার দিনে প্রবাসীতে প্রকাশের জন্য আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। উহা আগামী সংখ্যা হইতে প্রকাশিত হইতে থাকিবে।'

আষাঢ়-কার্তিক (১৩৩৩) এই পাঁচ মাসের প্রবাসীতে বৈকালী শিরোনামে নিম্নলিখিত গানগুলি প্রকাশিত হয়—

আষাঢ়	১	চপল তব নবীন আঁখি দুটি
	২	নূপুর বেজে যায় রিনিরিনি
	৩	তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে
	৪	জানি, তোমার অজানা নাহি গো
শ্রাবণ	৫	শেষ বেলাকার শেষের গানে
	৬	পাতার ভেলা ভাসাই নীরে
	৭	তপস্বিনী হে ধরণী
	৮	বিরস দিন, বিরল কাজ
	৯	বিনা সাজে সাজি
	১০	আমার লতার প্রথম মুকুল
	১১	আমার প্রাণে গভীর গোপন
	১২	কী ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকারে
	১৩	এ পথে আমি যে গেছি বারবার
ভাদ্র	১৪	অনেক কথা যাও যে বলে
	১৫	লিখন তোমার ধুলায় হয়েছে ধূলি
	১৬	দে পড়ে দে আমায় তোরা
	১৭	কাঁদার সময় অল্প ওরে

	১৮	কী পাই নি তারি হিসাব মিলাতে
	১৯	সেই ভালো সেই ভালো
	২০	এবার এল সময় রে তোর
	২১	কেন রে এতই যাবার ত্বরা
	২২	আধেক ঘুমে নয়ন চুমে
আশ্বিন	২৩	দিন-পরে যায় দিন, বসি পথ-পাশে
	২৪	বনে যদি ফুটল কুসুম
	২৫	এসো আমার ঘরে
	২৬	নিশীথে কী কয়ে গেল মনে
	২৭	হার মানালে, ভাঙিলে অভিমান
কার্তিক	২৮	বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন হবে
	২৯	পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে
	৩০	আপনারে দিয়ে রচিলি রে কি এ
	৩১	হে মহাজীবন, হে মহামরণ
	৩২	মরণ-সাগর-পারে তোমরা অমর

'লেখন'এর অনুরূপ প্রণালীতে বৈকালীও কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল, মুদ্রণসংক্রান্ত অসম্পূর্ণতার জন্য (কতকগুলি পৃষ্ঠার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না) গ্রন্থাকারে প্রচারিত হয় নাই। 'হাতের অক্ষরে ব্যক্তিগত পরিচয়ের আভাস' রূপে অসম্পূর্ণ গ্রন্থও আদরণীয় হইবে এই আশায়, বৈকালীর যে পৃষ্ঠাগুলি পাওয়া গিয়াছে তাহাই গ্রন্থনপূর্বক প্রকাশ করা হইল। ইহার বর্ণানুক্রমিক সূচী নিম্নে দেওয়া গেল, তৃতীয় সারিতে পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া হইয়াছে—

এসো আমার ঘরে।

বাহির হয়ে এসো তুমি
যে আছ অন্তরে।

স্বপন দুয়ার খুলে এসো
অরুণ আলোকে
মুগ্ধ এ চোখে;

ক্ষণকালের আভাস হতে
চিরকালের তরে
এসো আমার ঘরে॥

দুঃখ সুখের দোলে এসো,
প্রাণের হিল্লোলে এসো।

ছিলে আশার অরূপ বাণী
ফাল্গুন বাতাসে
বনের নিঃশ্বাসে,

এবার ফুলের প্রফুল্ল রূপে
এসো বুকের পরে,
এসো আমার ঘরে॥

ফাল্গুন ১৩৩২

আপনারে দিয়ে রচিলিরে কি এ
আপনারি আবরণ।
খুলে দেখ্ দ্বার, অন্তরে তার
আনন্দ নিকেতন॥
মুক্তি না যদি থাকে কোনো ধারে
আকাশ সেও যে বাঁধে কারাগার,
বিশ্ব-নিঃশ্বাসে তাই ভরে আসে
রুদ্ধ সমীরণ॥

ফেলে দে আড়াল ঘুচিয়ে আঁধার,
আপনারে ফেল্ দূরে।
সহজে তখনি জীবন তোমার
অমৃতে উঠিবে পূরে।

শূন্য করিয়া রাখ্ তোর বাঁশি,
বাজাবার যিনি বাজাবেন আসি,
ভিক্ষা না নিবি, তখনি জানিবি
ভরা আছে তোর ধন॥২৬॥

১ বৈশাখ
১৩২৩
শান্তিনিকেতন

তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে
খুঁজিতে আমার আপনারে॥
তোমারি যে ডাকে
কুসুম গোপন হ'তে
বাহিরায় নগ্ন শাখে শাখে
সেই ডাকে ডাকো আজি তারে॥

তোমারি যে ডাকে বাধা ভোলে,
শ্যামল গোপন প্রাণ
ধূলি অবগুণ্ঠন খোলে।

সে ডাকে তোমারি
সহসা নবীনা উষা
আসে হাতে আলোকের ঝারি ,
দেয় সাড়া ঘন অন্ধকারে॥
॥২৭॥

১ পৌষ
১৩৩৩
শান্তিনিকেতন

নিশীথে কি কয়ে গেল মনে
কি জানি কি জানি।
সে কি ঘুমে সে কি জাগরণে
কি জানি কি জানি॥
নানা কাজে নানা মতে
ফিরি ঘরে ফিরি পথে,
সে কথা কি অগোচরে বাজে ক্ষণেক্ষণে
কি জানি কি জানি॥

সে কথা কি অকারণে ব্যথিছে হৃদয়,
একি ভয়, একি জয়।
সে কথা কি কানে কানে বারে বারে কয়
"আর নয়, আর নয়।"
সে কথা কি নানা সুরে
বলে মোরে "চলো দূরে"
সে কি বাজে বুকে মম
বাজে কি গগনে
কি জানি, কি জানি॥৩২॥

৭ পৌষ, ১৩৩৩
শান্তিনিকেতন

পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে।
পিছিয়ে পড়েছি আমি
যাব যে কি ক'রে॥
এসেছে নিবিড় নিশি,
পথরেখা গেছে মিশি,
সাড়া দাও, সাড়া দাও
আঁধারের ঘোরে॥

ভয় হয় পাছে ঘুরে ঘুরে
যত আমি যাই, তত
যাই চলে দূরে।
মনে করি আছ কাছে,
তবু ভয় হয়, পাছে
আমি আছি, তুমি নাই
কালি নিশি ভোরে॥ ৩॥

৮ বৈশাখ
১৩২২

শান্তিনিকেতন

বনে যদি ফুটল কুসুম
নেই কেন সেই পাখী
কোন্ সুদূরের আকাশ হ'তে
আনব তারে ডাকি ॥
হাওয়ায় হাওয়ায় মাতন লাগে
পাতায় পাতায় নাচন জাগে
এমন মধুর গানের বেলায়
সেই শুধু রয় বাকি ॥

উদাস-করা হৃদয়-হরা
না জানি কোন্ ডাকে
সাগর পারের বনের ধারে
কে ভুলালো তাকে।
আমার হেথায় ফাগুন বৃথায়
বারে বারে ডাকে যে তায়
এমন রাতের ব্যাকুল ব্যথায়
কেন সে দেয় ফাঁকি ॥

ফাল্গুন ১৩৩২

ওগো জলের রানী
ঢেউ দিয়ো না, ঢেউ দিয়ো না গো
আমি যে ভয়ে কাঁদি।
কখন তুমি শান্ত গভীর,
কখন টলমলো
কখন নয়ন হাস্যমদির,
কখন ছল ছলো
কিছুই নাহি জানি,
ওগো জলের রানী॥

যাও কোথা চঞ্চলি?
লও গো ব্যাকুল বকুলবনের
মুকুল অঞ্জলি।
দখিন হাওয়ায় ঢলে ঢলে
নাচুক মরমরে,
বুকের পরে পুলকভরে
কাঁপুক থরথরে
সুনীল আঁচলখানি
ওগো জলের রানী॥

হাওয়ার দুলালী
নাচের তালে শ্যামল কূলের
হৃদয় ভুলালি।

অরুণ আলোর মাণিকমালা
দোলাব ঐ প্রান্তে
দেবে হাতে গোপনরাতে
আঁধার সাগর হতে
মোর ছায়া আনি
ওগো চাঁদের রাণী ॥

ফাল্গুন
১৩২২

আজি এই মমে সকল ব্যাকুল
অঙ্গ মাঝে
ওহে নিরুপম তোমার সুরের
ছন্দ বাজে ॥

এই বসন্তে লতায় লতায়
পাতায় ফুলে
বাণী হিল্লোল মিলিছে তোমার
চরণ মূলে।
আমার মনের বাঁশিতে যে দোলা
উঠিছে দুলে।
দিনু দুহাত মম, নাহি যদি দাও
মরিব লাজে।
ওহে নিরুপম, তোমার সুরের
ছন্দ বাজে ॥

দূর হতে ফুল আনিয়াছি আমি
আনিনি ফল।
দেশ দেশা হতে আনিনি ভরিয়া
তীর্থজল।

আমার আপন তনুতে উঠলে
অধীর ধারা,
অধীরতা তার তোমারি মাঝারে
হোক না সারা।
ঘন যামিনীর আঁধারে যেমন
জ্বলিছে তারা
সেই মত মম প্রাণের চমক
তোমারি রাতে।
ওগো বিস্ময়, তোমার সুরের
ছন্দ মাঝে॥

বৈশাখ
১৩৩৩

হে মহাজীবন, হে মহামরণ,
লইনু শরণ, লইনু শরণ ॥
আঁধার প্রদীপে জ্বালাও শিখা,
পরাও, পরাও জ্যোতির টিকা,
করো হে আমার লজ্জাহরণ ॥

পরশরতন তোমার চরণ
লইনু শরণ, লইনু শরণ ॥
যা কিছু মলিন, যা কিছু কালো,
যা-কিছু বিরূপ হোক তা ভালো,
ঘুচাও ঘুচাও সব আবরণ ॥

বৈশাখ
১৩৩২

সে কোন্ পাগল যায় পথে তোর
যায় চলে ঐ একলা রাতে,
তারে ডাকিস্‌নে তোর আঙিনাতে॥
সুদূর দেশের বাণী ও যে
যায় বলে, হায় কে তা বোঝে,
কী সুর বাজায় একতারাতে॥

কাল সকালে রইবে না তো,
বৃথাই কেন আসন পাতো।
বাঁধন-ছেঁড়ার মহোৎসবে
গান যে ওরে গাইতে হবে
নবীন আলোর বন্দনাতে॥

বল্টিক সমুদ্র
১৯২৬ ৮ সেপ্টেম্বর

কার চোখের চাওয়ার
হাওয়ায় দোলায় মন,
তাই কেমন হয়ে
আছিস সারাক্ষণ॥
হাসি যে তাই
অশ্রুভারে নোওয়া,
ভাবনা যে তাই
মৌন দিয়ে ছোঁওয়া,
ভাষায় যে তোর
সুরের আবরণ॥

তোর পরানে কোন্‌
পরশমণির খেলা,
তাই হৃদ্‌গগনে
সোনার মেঘের মেলা।
দিনের স্রোতে তাই তো
পলকগুলি
ঢেউ খেলে যায় সোনার
কাঁপন তুলি;
কালোয় আলোয়
কাঁপে আঁখির কোণ॥

হাম্বুর্গ
১ সেপ্টেম্বর
১৯২৬

রয় যে কাঙাল শূন্য হাতে
দিনের শেষে
দেয় সে দেখা নিশীথরাতে
স্বপন বেশে।
আলোয় যারে মলিন মুখে
মৌন দেখি
আঁধার হলে আঁখিতে তার
দীপ্তি এ কি,
বরণমালা কে যে দোলায়
তাহার কেশে॥
দেয় সে দেখা নিশীথরাতে
স্বপন বেশে॥
দিনের বীণায় যে ক্ষীণ তারে
ছিলো হেলা
ঝঙ্কারিয়া ওঠে যে তাই
রাতের বেলা।
তন্দ্রাহারা অন্ধকারের
বিপুল গানে
মন্দ্রি ওঠে সারা আকাশ
কী আহ্বানে।
তারার আলোয় কে চেয়ে রয়
নির্নিমেষে।
দেয় সে দেখা নিশীথরাতে
স্বপন বেশে॥

হামবুর্গ ১০ সেপ্টেম্বর
১৯২৬

ছুটির বাঁশি বাজল যে ঐ
নীল গগনে।
আমি কেন একলা বসে
এই বিজনে।
বাঁধন টুটে উঠবে ফুটে
শিউলিগুলি,
তাই তো কুঁড়ি কাননজুড়ি
উঠছে দুলি,
শিশির-নাওয়া হাওয়ার ছোঁওয়া
লাগল বনে
সুর খুঁজে তাই শূন্যে তাকাই
আপন মনে॥

বনের পথে কী মায়াজাল
বুনল কে বা,
সেইখানেতে আলোছায়ার
চেনাশোনা।
ঝরে-পড়া মালতী, তব
গন্ধভারে
কান্না-আভাস দিয়ে গেলে ঐ
ঘাসে ঘাসে।
আকাশ হাসে শুভ্র কাশের
আন্দোলনে।
সুর খুঁজে তাই শূন্যে তাকাই
আপন মনে॥

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৩
সুরুল

নাই, নাই ভয়, হবে, হবে জয়,
খুলে যাবে এই দ্বার।
জানি, জানি তোর বন্ধন ডোর
ছিঁড়ে যাবে বারবার।
খনে খনে তুই হারায়ে আপনা
সুপ্তি নিশীথ করিস্ যাপনা,
বারে বারে তোরে ফিরে পেতে হবে
বিশ্বের অধিকার ॥

স্থলে জলে তোর আছে আহ্বান,
আহ্বান লোকালয়ে।
চিরদিন তুই গাহিবি যে গান
সুখে দুখে লাজে ভয়ে।
ফুলপল্লব, নদী নির্ঝর
সুরে সুরে তোর মিলাইবে স্বর,
ছন্দে যে তোর স্পন্দিত হবে
আলোক অন্ধকার ॥

মুনিক
১৮ সেপ্টেম্বর
১৯২৬

আমার মুক্তি গানের সুরে
এই আকাশে।
আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায়
ঘাসে ঘাসে॥

সেই মনের সুদূর পারে
হারিয়ে ফেলি আপনারে,
দিগ্বিদিকে ছড়ায় আমায়
কোন্ বাতাসে॥

মন মেলে মোর শ্যামলবনের
মনের সাথে।
ফুল-ফোটানোর নিবিড় নেশায়
পরাণ মাতে।
কচি পাতার ব্যাকুলতা
বক্ষে আমার কয় সে কথা,
স্বপ্ন আমার মেঘের লীলায়
শূন্যে ভাসে॥

পূর্ণিমা
১৩ সেপ্টেম্বর
১৯২৩

সকাল বেলার আলোয় বাজে
বিদায় ব্যথার ভৈরবী,
আন্ বাঁশি তোর আয় কবি।

শিশির-শিহর শরৎ প্রাতে
শিউলি ফুলের গন্ধ সাথে
গান রেখে যাস্ আকুল হাওয়ায়,
নাই যদি রোস্ নাই রবি॥

এমন ঊষা আসবে আবার
সোনায় রঙিন দিগন্তে
কুন্দের দুল সীমন্তে।

শোভন-কুঞ্জ-করুণ ছায়ায়,
শ্যামল কোমল মধুর মায়ায়
তোমার গানের নূপুর-মুখর
জাগাবে আবার এই ছবি॥

পূর্ণিমা
২০ সেপ্টেম্বর
১৯২৩

ভালোলাগার শেষ যে না পাই
প্রহর হ'ল শেষ।
ভুবন জুড়ে রইল লেগে
আনন্দ আবেশ।

দিনান্তের এই এক কোনাতে
সন্ধ্যামেঘের শেষ সোনাতে
মন যে আমার গুঞ্জরিছে
কোথায় নিরুদ্দেশ॥

সায়ন্তনের ক্লান্ত ফুলের
গন্ধ হাওয়ার 'পরে
অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে
সকল অঙ্গ ভরে।
এই গোধূলির ধূসরিমায়
শ্যামল ধরার সীমায় সীমায়
শুনি বনে বনান্তরে
অসীম গানের রেশ॥

[illegible]
২১ সেপ্টেম্বর
১৯২৩

চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে স্রোতে
রঙের খেলাখানি।
চেয়োনা তারে মায়ার ছায়া হতে
নিকটে নিতে টানি।
রাখিতে চাহ, বাঁধিতে চাহ যারে
আঁধারে তাহা মিলায় বারে বারে,
বাজিল যাহা প্রাণের বীণাতারে
সে তো কেবলি গান, কেবলি বাণী॥

দিবস রাতি সুর-সভার মাঝে
যে সুধা করে পান।
পরশ তার মেলেনা মেলেনা যে,
নাহিরে পরিমাণ।
নদীর স্রোতে ফুলের বনে বনে,
মাধুরীমাখা হাসিতে, আঁখিকোণে
সে সুধাটুকু পিয়ো আপন মনে
মুক্তরূপে নিয়ো তাহারে জানি॥

কলোম্ব
২৪ সেপ্টেম্বর
১৯২৩

তুমি ঊষার সোনার বিন্দু
প্রাণের সিন্ধুকূলে।
শরৎ প্রাতের প্রথম শিশির
প্রথম শিউলি ফুলে।
আকাশ পারের ইন্দ্রধনু
ধরার পারে নোয়া,
নন্দলোকের নন্দিনী গো
চন্দ্রলেখায় ছোঁওয়া,
স্বর্গলোকের গোপন কথা
মর্ত্যে এলে ভুলে।।

তুমি কবির ধেয়ান-ছবি
পূর্বজনম স্মৃতি,
তুমি আমার কুড়িয়ে পাওয়া
হারিয়ে যাওয়া গীতি।
যে কথাটি যায় না বলা
কইলে চুপে চুপে,
তুমি আমার মুক্তি হয়ে
এলে জীবন রূপে;
অমল আলোর কমলবনে
ডাকলে দুয়ার খুলে।।

কল্যাণ
২৪ সেপ্টেম্বর
১৯২৬

এবার গানের টানে, আমার
বন্ধন যাক্ টুটে।
রুদ্ধবাণীর অন্ধকারে
কাঁদন জেগে উঠে॥

বিশ্বকবির চিত্তমাঝে
ভুবনবীণার যেথায় বাজে
জীবন তোমার সুরের ধারায়
পড়ুক সেথায় লুটে॥

ছন্দ তোমার ভগ্ন হয়ে
দ্বন্দ্ব বাধায় প্রাণে।
অন্তরে আর বাহিরে তাই
তান মেলে না তানে।
সুর-হারা প্রাণ বিষম বাধা,
সেই তো আঁধি, সেই তো আঁধা,
গান-ভোলা তুই গান ফিরে নে
যাক্ সে আপদ ছুটে॥

ডুসেলডর্ফ
২৫ সেপ্টেম্বর
১৯২৬

আপনি আমার কোন্‌খানে
বেড়াই তারি সন্ধানে।
নানান্‌ রূপে নানান্‌ বেশে
ফেরে যেমন ছায়ার দেশে
তার পরিচয় খোঁজে হেসে
শেষ হবে কি কে জানে॥

আমার গানের গহন মাঝে
শুনেছিলেম যার ভাষা
খুঁজে না পাই তার বাসা।
বেলা কখন যায় গো বয়ে,
আলো আসে মলিন হয়ে,
পথের বাঁশি যায় কী কয়ে
বিকাল বেলার মুলতানে॥

বার্লিন
৩ অক্টোবর
১৯২৬

ওগো সুন্দর, একদা কী জানি
কোন্ পুণ্যের ফলে
আমি বনফুল তোমার মালায়
ছিলাম তোমার গলে।
তখন প্রভাতে প্রথম তরুণ আলো
ঘুমভাঙা চোখে কী যে লেগেছে ভালো,
বিভাস রাগিণী নবীনের বীণা
বেজেছে জলে স্থলে॥

আজি এ ক্লান্ত দিবসের অবসানে
লুপ্ত আলোয়, পাখির সুপ্ত গানে,
শ্রান্ত আবেশে যদি অবশেষে
ঝরে ফুল ধূলাতলে,
সন্ধ্যাবাতাসে অন্ধকারের পারে
ফিরে ফিরে তব উড়ায়ে চলুক তারে,
ধূলায় ধূলায় দীর্ণ জীর্ণ
না হোক সে পলে পলে॥

২১ অক্টোবর
প্রাগ্

কোথায় ফিরিস পরম শেষের অন্বেষণে?
অশেষ হয়ে সেই তো আছে এই ভুবনে॥
তারি বাণী দুই হাত বাড়ায়
শিশুর বেশে,
আধো ভাষায় ডাকে তোমায়
বক্ষে এসে।
তারি ছোঁওয়া লেগেছে এই
কুসুমবনে॥

কোথায় ফিরিস ঘরের লোকের অন্বেষণে?
পর হয়ে সে দেয় যে দেখা ক্ষণে ক্ষণে।
তার বাসা যে সকল ঘরের
বাহির দ্বারে।
তার আলো যে সকল পথের
ধারে ধারে,
তাহারি রূপ গোপনরূপে
জনে জনে॥

প্রাগ
১২ সেপ্টেম্বর

আকাশে তোর তেমনি আছে ছুটি।
অলস যেন না রয় ডানা দুটি।

ওরে পাখী ঘন বনের তলে
বাসা তোরে ভুলিয়ে রাখে ছলে,
রাত্রি তোরে মিথ্যে করে বলে
শিকল কভু হবে না তোর টুটি॥

জানিস নে কি নিজের আশা ছেয়ে
ফুলের ফাঁকে উঠিস গেয়ে গেয়ে।
জানিস নে কি ~~[illegible]~~ ভোরের আঁধার মাঝে
আলোর আশা গভীর সুরে বাজে,
আলোর আশা গোপন রহে না যে,
রুদ্ধ কুঁড়ির বাঁধন ফেলে টুটি॥

ভিয়েনা
২০ অক্টোবর
১৯২৬

পথ এখনো শেষ হল না,
মিলিয়ে এলো দিনের ভাতি।
তোমার আমার মাঝখানে হায়
আসবে কখন আঁধার রাতি।
এবার তোমার শিখা আনি
জ্বালাও আমার প্রদীপখানি,
আলোয় আলোয় মিলন হবে
পথের মাঝে, পথের সাথী॥

ভালো করে মুখ যে তোমার
যায় না দেখা, সুন্দর হে।
দীর্ঘপথের করুণ গ্লানি
তাই তো আমায় জড়িয়ে রহে।
ছায়ায় ঢাকা, ধুলায় ঢাকা,
মনের কথা যায় না বলা,
শেষ বাতি জ্বলবে এবার
তোমার বাতি আমার বাতি॥

বুডাপেস্ট
২৭ অক্টোবর

দিনের বেলায় বাঁশি তোমার
বাজিয়েছিলে অনেক সুরে।
গানের পরশ প্রাণে এল
আপনি তুমি রইলে দূরে॥
শুধাই যত পথের লোকে
এই বাঁশিটি বাজালো কে,
নানান্ নামে ভোলায় তারা
নানান্ দ্বারে বেড়াই ঘুরে॥

এখন আকাশ ম্লান হল,
ক্লান্ত দিবস চক্ষু বোজে।
পথে পথে ফেরাও যদি
মরব তবে মিথ্যে খোঁজে।
বাহির ছেড়ে ভিতরেতে
আপনি লহো আসন পেতে,
তোমার বাঁশি বাজাও আসি
আমার প্রাণের অন্তঃপুরে॥

বুডাপেস্ট
৩০ অক্টোবর
১৯২৬

পাকুড় শাখীর রিক্ত কুলায়
গহন গোপন ডালে
কান পেতে কি রয়েছে ঐ
পাতার অন্তরালে ॥
বাসায় ফেরা পাখায় মধ্য
একে একে হইল স্তব্ধ,
সন্ধ্যাতারা উঠিল ফুটে
দিগঙ্গনার ভালে ॥
পাকুড় শাখীর রিক্ত কুলায়
পাতার অন্তরালে ॥

চন্দ্র দিল রোমাঞ্চিয়া
তরঙ্গ সিন্ধুর।
বনচ্ছায়ার রন্ধ্রে রন্ধ্রে
লাগিল আলোর সুর।
সুপ্তি বিহীন শূন্যতা যে
সারা প্রহর বাঁশি বাজে,
রাতের হাওয়ায় মর্মরিত
বেণুশাখার ডালে।
পাকুড় শাখীর রিক্ত কুলায়
পাতার অন্তরালে ॥

বালাটন ফুরেড
হাঙ্গারি
৮ নবেম্বর ১৯২৬

কত গান, কত খেলা,
কত না বন্ধুর মেলা,
প্রভাতে সন্ধ্যায় আনাগোনা,
বিহঙ্গ কূজন সাথে
মাধুরী ভরায় প্রাতে
তোমাদের দিনের সাধনা,
তারি স্মৃতি শুভক্ষণ-
সমস্ত জীবন ভরে
পূর্ণ করি নিয়ে যাও চলে,
চিত্ত যদি ভরপুর
নিত্য আছে দিক সুর
অন্তরের কণ্ঠের কাঙালে।
নবীন সংসার খানি
রাখিতে হবে যে জানি
মাধুরীতে মিলনের কল্যাণে,
প্রেম দিয়ে, প্রাণ দিয়ে,
কাজ দিয়ে, গান দিয়ে,
হৃদয় দিয়ে, দিয়ে তব দান,
সেই তব রচনা মাঝে
সব ভাবনার কাজে
অপূর্ব ইচ্ছা উঠে জাগি॥

তাঁর মেঘ দেয় আনি
তোমার বাণীতে বাণী
তোমার প্রাণেতে প্রাণ তাই।
সুখী করো, সুখী হও,
পূর্ণ করো অন্তর —
শুভকার্যে জীবনের ভার,
সুখে দুখে দিনগুলি
প্রতিদিন দেবে তুলি
দিও সেই দেবতার থালায়।
সমুদ্রের পার হতে,
সুদূর পবনের স্রোতে,
ছন্দের তরীখানি বেয়ে
এ প্রভাতে আমি তোরি
পূর্ণতার দিন স্মরি
আশীর্বাদ পাঠাইনু তোরে॥

১৩ই জ্যৈষ্ঠ
রোহিত সাগর

আমার মূর্তি যাহার গাঁথা
আমার গীতিমালে
তোমারে ঐ মাটির পাতা
মর্মরিয়া সাজে।

তোমারে ঐ নিত্যলীলা-তরঙ্গ
অশরীরীর নিঃসীম তালে,
ছায়ার খেলায় ঘুরে চলে
নাচ-কিশলয়ী।

তোমায় আমার কাজের সীমায়
কাজের ধূলো কালি মিলায়,
তোমায় কাজের অবহেলায়
নিভৃতে দীপ জ্বালি
নানা রঙ্গের স্বপন দিয়া
তারে রূপের ডালি॥

২৩ বৈশাখ
১৩৩৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

হে অমূর্ত বাণী

অর্ধেক আমার চিত্তে তোমার
মূর্তি পেয়েছে জানি।
নিত্য কালের উৎসব তব বিশ্বের দীপালিকা
আমি শুধু তারি একটি প্রদীপ, জ্বালাও তাহার শিখা,
নির্বাণহীন আলোকদীপ্ত
তোমার ইচ্ছাখানি ॥
যেমন তোমার বসন্তবায়
গীতলেখা যায় লিখে
বর্ণে বর্ণে পুষ্পে পর্ণে
বনে বনে দিকে দিকে
তেমনি আমার প্রাণের কেন্দ্রে নিশ্বাস দাও পূরে
শূন্য তাহার পূর্ণ করিয়া ধন্য করুক সুরে,
বিঘ্ন তাহার চতুক্ শুন্য
তব দক্ষিণ পাণি ॥

২৭ নবেম্বর
বালিগঞ্জ

বাঁশি আমি বাজাই নি কি
পথের ধারে ধারে?
গান গাওয়া কি হয় নি সারা
তোমার বাড়ির দ্বারে।
ঐ যে তোমার ঝরোখিকা
বর্ণ বর্ণ চিত্রে লিখা
নানা সুরের অর্ঘ্য তাহায়
দিলেম বারে বারে।।
আজি যেন কোন্ প্রাতের বাণী
শুধু কানে শুনে,
"সুখের দিন ফুরিয়ে গেলো"
এই কথা সেই বলে।
মিলন-সাঁঝের বিচ্ছেদেরি
অশ্রু নিশীথ ঘেরা আঁধারি
কাঁপিয়ে দিয়ে যাওয়া নিয়ে
আমার তোমার মাঝে।।

২৪ নবেম্বর
ডার্টিংটন হল